

## আত্মঘাতী মুসলমান

হাসান মাহমুদ

৮ই সেপ্টেম্বর ৩৬ মুক্তিসন (২০০৬)

বাংলাদেশে শুরু হয়েছে ইতিহাসের নির্মম পুনরাবৃত্তি। নিজেদেরই শিক্ষকদের প্রতি মুসলিম-ইতিহাসের হিংস্র হুংকার “জিহ্বা কেটে নেব, টুকরো টুকরো করে ভাসিয়ে দেব সাগরে” আজ আবার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বাংলার আকাশে বাতাসে। এই সেই আত্মঘাতী মুসলমান, এই সেই ঐতিহাসিক অপশক্তি যা আলোয় দেখে অন্ধকার আর অন্ধকারে দেখে জীবন।

সেই একদিন ছিল বিশ্ব-মুসলিমের যখন খেলাফতের নামে রাজা-রাজড়ার রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধকে পাশ কাটিয়ে মুসলিম বিজ্ঞানীরা অন্যান্য জাতির জ্ঞানকে আত্মস্থ করে জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-মূল্যবোধকে করেছিলেন সমৃদ্ধ। তাঁরা মানুষের ইতিহাসে সর্বপ্রথম আকাশে ওড়ার চেষ্টা করেছিলেন, প্যারাসুট বানিয়েছিলেন (আব্বাস বিন ফিরনাস ৮১০-৮৮৭), বিশ্বকে দিয়েছিলেন সমুদ্রযাত্রার বৈজ্ঞানিক বিধান (আবদুল মজিদ ১৪৩২-১৫০০), প্রাণী ও বৃক্ষ-বিজ্ঞান ও দেহ-গঠন বিজ্ঞানের পথিকৃৎ ছিলেন (আল্ আসমায়ী ৭৩৯-৮৩১), মানুষের ওপর প্রয়োগের আগে পশুর ওপরে ওষুধ পরীক্ষার নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন (ইবনে যুহর ১০৯১-১১৬১)। অস্ত্রপোচার-বিজ্ঞানের জনক ছিলেন (আল্ যাহরাওয়ী ৯৩৬-১০১৩), মহাকাশ-বিজ্ঞানে একের পর এক অসাধারণ আবিষ্কার করে বর্তমান অগ্রগতির ভিত্তি দিয়েছিলেন (আল্ জারকালি ১০২৮-১০৮৭), চাঁদের গতি নিরীক্ষণ করে কপলার-কোপার্নিকাস-এর বহু আগে বলেছিলেন পৃথিবী এই মহাবিশ্বের কেন্দ্র নয় (ইবনুল শাতির), আবিষ্কার করেছিলেন দেহে রক্ত-চলাচলের তত্ত্ব (ইবনে নাফিস ১২১৩-১২৮৮), সাত-মহাদেশ-সাগর-পর্বত-নদীসহ চারশ’ কিলোগ্রামের ভূ-গোলক বানিয়ে শতাব্দী ধরে ইউরোপকে, এমনকি কলম্বাসকেও পথ দেখিয়েছেন (আল্ ইদ্রিসি ১০৯৯-১২৬৬), সৌর-বৎসর ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৬ মিনিট ২৪ সেকেন্ডে হয় তা প্রমাণ করে গেছেন (আল্ বাত্তানি ৮৫০-৯২৯), স্নায়ুতত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন (ইবনে খালদুন), আরব-সংগীতের বিশ্ব-কোষ সৃষ্টি করেছেন (আবুল্ ফারাজ ৮৯৭-৯৬৭), বিশাল অভিধান লিখেছেন করেছেন (ইবনে দুরাইদ ৮৩৭-৯৩৪)।

এগুলো প্রায় সবই দশম শতাব্দীর আশেপাশে। এই শত শত বুলন্দ নামকে আজও শ্রদ্ধাভরে সুরণ করেন বিশ্বের তাবৎ দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক। কিন্তু তারপর আজকের বাংলাদেশের মতই ইসলামের মালিকানা হাতিয়ে নিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেছিল নিষ্ঠুর অন্ধ-বিশ্বাসীর দল। জাকারিয়া রাজী’র মত শত শত বৈজ্ঞানিকদের পালিয়ে বাঁচতে হয়েছিল এদের হাত থেকে, পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল তাঁদের অমূল্য কেতাবগুলো। ইতিহাস ভারাক্রান্ত হয়ে আছে তাদের সার্টিফিকেটে কে মুসলিম আর কে নয়, আর হিংস্র হুংকারে - “জিহ্বা কেটে নেব, টুকরো টুকরো করে ভাসিয়ে দেব সাগরে”। তখনও আমরা শুনেছি এখনও আমরা শুনেছি ইবনে খালদুন-জাকারিয়া রাজী-ডঃ হাসানেরা নাকি ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। তাদের মুখে আমরা এ-ও শুনেছি “জামাতের সমালোচনা মানে ইসলামের সমালোচনা”।

এই আত্মঘাতী ষড়যন্ত্রের ভয়াবহ মূল্য দিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে সাগরে ভেসে গেছে জাতি নিজেই। আল্লাহ ইসলামকে রক্ষা করবেন (সূরা হিজর ৯-এর বাণী) এর ওপরে ভরসা না করে “ইসলাম বাঁচানো”র

গুরুদায়িত্ব তাঁরা অতিত-বর্তমানে তুলে নিয়েছেন নিজেদের হিংস্র হাতে। ফলে আজ কিছু আশুবাণ্য-হুংকার, “অকর্মণ্য দাস্তিকের অক্ষম ঈর্ষা” (কবিগুরু) ও “ওদিকে মানুষ চলিয়াছে চাঁদে আমরা এদিকে বসে, বিবি-তালকের ফতোয়া খুঁজছি কোরাণ-হাদিস চেষ্টা” (নজরুল) ছাড়া তার আর কিছু বাকী নেই। এক সাম্প্রতিক জরীপে দেখা যায় আজ গবেষণার ক্ষেত্রে প্রতি দশ লক্ষ লোকের জন্য অ্যামেরিকায় বিজ্ঞানী আছেন ৪০০০, জাপানে ৫০০০ আর মুসলিম-বিশ্বে মাত্র ২৩০। অ্যামেরিকায় বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৫৭৫৮ আর ভারতে ৮৪০৭ কিন্তু সমস্ত মুসলিম বিশ্বের ৫৭টি দেশ মিলিয়ে মাত্র ৫০০। বিশ্বের ৫০০ উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটাও মুসলিম দেশের নেই। পশ্চিম বিশ্বে স্বাক্ষরতা ৯০% কিন্তু মুসলিম দেশে সাধারণভাবে মাত্র ৪০%। পশ্চিমে মানুষ প্রায় ৯৮% প্রাথমিক স্কুল পাশ করে, তার ৪০% বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়। আর মুসলিম বিশ্বে প্রাথমিক স্কুল পাশ করে ৫০%, তার মাত্র ২% বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়। মুসলিম-বিশ্বে দশ লক্ষ লোকের মধ্যে গবেষণা-সহকারী আছে মাত্র ৫০ আর পশ্চিমে আছে ১০০০। বইয়ের মাধ্যমে জ্ঞান ছড়ায়। বৃটেনে প্রতি দশ লক্ষ লোকের জন্য বই বেরোয় ২০০০ আর মিসরে মাত্র ২০। ভারীশিল্পের জ্ঞান ও প্রয়োগ মুসলিম বিশ্বে নেই বললেই চলে। সারা মুসলিম-বিশ্বে সর্বমোট যত ডক্টরেট আছে এক ভারতেই আছে তার বেশী। এরকম আরো বহু তথ্য প্রমাণ করে আমরা কি মারাত্মকভাবে পিছিয়ে আছি জ্ঞান-বিজ্ঞানে। জাতিকে এই অবস্থা থেকে টেনে তোলা সাধারণ মানুষের কাজ নয়, এটা করতে পারেন শুধুমাত্র জ্ঞানী, দার্শনিক ও অধ্যাপকেরা। কিন্তু আজ দেশে অধ্যাপকেরা নির্যাতিত, সরকার মৌনী নিশ্চুপ। এতে সারা দুনিয়ায় ইসলামের ভাবমূর্তি আবারো কলংকিত হচ্ছে হিংস্র ধর্ম হিসেবে। ডঃ ইউনুস, অধ্যাপক তাহের হত্যার বিচার হয়নি। অধ্যাপক সনৎ সাহা, অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক, অধ্যাপক আকাশ, অধ্যাপক মুনতাসির মামুন, অধ্যাপক জয়নাল আবেদীন, অধ্যাপক আখতারুল ইসলাম, অধ্যাপক রেজাই করিম খন্দকার, অধ্যাপক সুশান্ত দাস, অধ্যাপিকা ইয়াসমিন হক, অধ্যাপক মোঃ ইউনুস ও আরো অনেকে যাঁরা জাতির ভবিষ্যৎ তৈরী করেন তাঁদের জীবন আজ বিপর্যস্ত।

জ্ঞানীর কলম শহীদের রক্তের চেয়েও মর্যাদার, গবেষকের রাত নামাজীর রাতের চেয়ে মর্যাদার এসব আমরা ছোটবেলা থেকে মওলানাদের মুখে শুনে এসেছি। নবীজী বলেছেন জ্ঞানার্জনের জন্য চীনে যেতে। কারণ তিনি জানতেন, মতামত বিভিন্ন হলেও আখেরে জাতিকে উন্নতির পথ দেখাতে পারেন শুধু জ্ঞানীরাই, অন্য কেউ নয়। ডঃ হাসান আজিজুল হক ও ডঃ জাফর বক্তব্য রেখেছেন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে। কথাটা অবশ্যই সত্য, সেটাই ইসলামের বাণী। তাই নবীজীর মদিনা-শান্তিচুক্তিতে দল-মত-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই ছিল “উম্মা” (ধারা ২, হামিদুল্লাহ ১৯৪১ পৃষ্ঠা ৪১)। তাই কোরাণ নিজেই আইনের বই না বলে বলেছে “উপদেশগ্রন্থ” (সুরা হিজ্ৰ ৯, আনা’ম ৯০, ছোয়াদ ৬৭ ও ৮৭)। উপদেশ কখনো শক্তির সাথে প্রয়োগ হয়না। তাই নবীদের জীবনের একমাত্র মিশন হল আল্লাহ’র সংবাদ মানুষের কাছে পৌঁছানো (দেখুন কাহফ ২৯, ৫৬, আনা’ম ৪৮, ৫২, ৬৬, ১০৭, ইউনুস ১০৮, গাসিয়াহ ২১, ২২, আহযাব ৪৫, মায়েদা ৯২, ৯৯, আহকাফ ৯, নিসা ৮০, ১৬৫, তওবা ৫১, নাহল্ ৩৫, বাকারা ১১৯, ২৭২, রা’দ ৪০, আশ শুরা ৪৮, হিজ্ৰ ৮৯, আরা’ফ ১৮৪ ইত্যাদি অন্ততঃ ৩০টা আয়াত)। পয়গম্বর কথাটাই এসেছে “পয়গাম” অর্থাৎ সংবাদ থেকেই। সেজন্যই নবীজী শেষ ভাষণে সবাইকে একথা জিজ্ঞেস করেন নি - “আমি কি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি?”, তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন “আমি কি আল্লাহ’র বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছতে পেরেছি?”। সেজন্যই আমাদের ইমামেরা রাষ্ট্র-রাজনীতি থেকে দূরে ছিলেন, সেজন্যই আমাদের অগণিত শাহ জালাল শাহ মখদুমেরা সুযোগ পেয়েও কোনদিন কোন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন নি। নাগরিকের ওপরে রাষ্ট্র শক্তির সাথে আইন প্রয়োগ করে কিন্তু শক্তির সাথে প্রয়োগ হলেই তা ইসলাম নয় কারণ ইসলামের মর্মবাণীই হল ধর্মে জবরদস্তি নাই (বাকারা ২৫৬, কাফেরুন ৬, আশ শুরা ১৫)।

সামাজিক শাসনব্যবস্থাকে ধর্মবিশ্বাসের সাথে গুলিয়ে ফেলার যে ষড়যন্ত্র তার ফলে ইতিহাসে মুসলমানের হাতে লক্ষ মুসলমান খুন হয়েছেন লক্ষ এতিম হয়েছে লক্ষ মুসলিম নারী বিধবা-লাঞ্জিতা হয়েছেন। তথাকথিত ইসলামি রাষ্ট্রের মারাত্মক কুফল আমরা দেখেছি চোদ্দশ' বছরের গণহত্যা ও গৃহযুদ্ধের মধ্যে, অন্ততঃ বিশটা “আমিরুল মুমেনিন” খেলাফতের মধ্যে। ধর্মের নামে রাষ্ট্র হলে জাতির কি সর্বনাশ হয় তার প্রমাণ গীর্জারাষ্ট্রগুলো আর মন্দির-রাষ্ট্রগুলোও। মাঝিয়া-এজিদের উত্তসুরীরা কোরাণকে আইন-বই বানিয়ে যে ভয়াবহ ইসলাম তৈরী করেছিল তা আমদানী হয়েছে দেশে, এটাকে আমরা যারা ইসলাম-বিরোধী মনে করি তাঁদের হুমকি-হত্যার অপসংস্কৃতিও আমদানী হয়েছে দেশে। ডঃ হাসান আজিজুল হক বা ডঃ জাফর ইকবাল শুরুও নন শেষও নন, ওদের সুদূর লক্ষ্য জাতির প্রতিটি আলোকিত মানুষকে হত্যা করা।

ইসলাম কাকে বলে সেটা ঠিক করতেই তারা ব্যর্থ হয়ে পরস্পরের গলা কাটে (মুনির কমিশন রিপোর্ট পৃষ্ঠা ২১৭ / ৪০০)। বাংলাদেশেও ইসলামি দলগুলো পরস্পরকে চরম গালাগালি করছে, ক্ষমতা পেলেই খুন করবে। এটাই মানুষের স্বভাব, সেটা বুঝেই নিজের ইসলামকে আসল বলে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার অধিকার কোরাণ কাউকে দেয়নি। কোরাণের মর্মবাণী হল - “যে তোমাকে সালাম বলে তাহাকে বলিও না তুমি মুসলমান নও” (নিসা ৯৪, আরও বহু আয়াত)। মুরতাদ হত্যার আইনটাও সাক্ষাৎ কোরাণ বিরোধী কারণ “যাহারা একবার মুসলমান হইয়া পরে আবার কাফের হইয়া গিয়াছে, আবার মুসলমান হইয়াছে এবং আবারও কাফের হইয়াছে এবং কুফরিতেই উন্নতিলাভ করিয়াছে, আল্লাহ তাহাদেরকে না কখনও ক্ষমা করিবেন, না পথ দেখাইবেন” (নিসা ১৩৭), - “যারা এই কালামকে মিথ্যা বলে তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন” (আল্ কলম ৪৪)। নবীজীর চোখের সামনে অন্ততঃ তিনজন সাহাবি মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল, ইবনে সা'দ, উবায়দুল্লাহ ও হারিথ (সিরাত - ইবনে হিশাম/ইবনে ইশাক পৃষ্ঠা ৩৮৪, ৫২৭ ও ৫৫০)। নবীজী কাউকেই মৃত্যুদণ্ড দেন নি বরং কোরাণের অনুসরণ করেছেন, “ধর্মে জবরদস্তি নাই.....আমার হাতে ছেড়ে দিন”। সাহাবি হারিথ মুরতাদ হয়ে গেলে আয়াত এসেছে ইমরান ৮৬ - “কি করে আল্লাহ এমন জাতিকে হেদায়েত করবেন যারা ঈমান আনার পর ও রসুলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেবার পর ও তাদের কাছে প্রমাণ আসার পর কাফের হয়েছে”? কোন দুনিয়াবী শাস্তি নেই সেখানে। বরং যারা অন্যকে মুরতাদ ঘোষণা করেছে তারাই মুরতাদ হয়ে গেছে কারণ নবীজী বলেছেন “আমার পরে নিজেদের গলা কাটাকাটি করে নিজেরাই মুরতাদ হয়ে যেও না” (বুখারি ৯ম খন্ড হাদিস ৭ ও ৮)।

শারিয়াপন্থীরা কোরাণ-রসুলের সাথে শারিয়াকেও অমান্য করেছে কারণ “খলিফা কিংবা তাঁহার প্রতিনিধি ছাড়া আর কেহই বিচারক নিয়োগ করিতে পারিবে না” (শাফি আইন আইন নম্বর ও ২১.৩)। এ ধরনের কিছু “আল্লাহর আইন” এসেছে ঈহুদী কেতাব ডিউটেরোনমি (১৩-এর ৬-১০ ও ২১-২৯) থেকে। এসব কারণে ডঃ ইউসুফ কারযাভী, ডঃ জামাল বাদাওয়ী কিংবা আমাদের শাহ আবদুল হান্নানের মত শারিয়া-সমর্থকেরাও এখন মুরতাদ হত্যার বিপক্ষে। কিন্তু আমাদের অপহৃত হিংস্র তারুণ্যকে তাঁরা তা শেখান না। ইসলামের নামে এই ইসলাম-বিরোধীতার প্রতি জাতির ও আন্তর্জাতিক ধিক্কার দেখেও সরকার নিশ্চুপ। কিন্তু সরকার ব্যর্থ হলেও জাতিকে ব্যর্থ হলে চলবে না। আজ এই ভয়ংকর অন্ধতামসে জাতির জ্ঞান-প্রদীপগুলোকে বুকে আগলিয়ে না রাখলে বাংলাদেশ অন্ধকারের অতলে তলিয়ে যাবে। শুধু মুখে চাইলেই হবেনা, জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এ অপশক্তিকে প্রতিরোধ করতেই হবে। কারণ প্রচেষ্টাহীন প্রার্থনা স্রষ্টাকে শুধু বিরক্তই করে, যে জাতি নিজের উন্নতির জন্য চেষ্টা করে না তাকে আল্লাহ সাহায্য করেন না।